আরামবাগে দোকানে দোকানে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ কলকাতার বাগরি মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডের জেরে নড়েচড়ে বসল হুগলির আরামবাগ মহকুমা প্রশাসন। শনিবার আরামবাগ মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকরা শহরের বিভিন্ন মার্কেটের দোকানগুলি ঘুরে দেখেন। সঙ্গে ছিলেন দমকল বিভাগের সুব্রত কুমার দাস। এছাড়া ছিলেন আরামবাগ মহকুমা শাসক লক্ষী ভি তেন্নারু, আরামবাগ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কৃশানু রায়, আরামবাগ থানার আইসি শান্তনু মিত্র, আরামবাগ পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী প্রমুখ। এদিন এই প্রতিনিধি দল প্রথম আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডের বিভিন্ন সুপার মার্কেট ঘুরে দেখেন। দেখা যায়, কয়েকটি দোকানে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে গ্যাস সিলিণ্ডার। কোথাও আবার ঝুলছে বিদ্যুতের তার। কোনও দোকানের অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থাও নেই। আবার কোনও দোকানের অগ্নি নির্বাপক সিলিণ্ডারের বৈধ্যতা পার হয়ে গেছে। এসব দেখে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন আধিকারিকরা। কয়েকজন দোকানদারকে ধমকও দেওয়া হয়। এছাড়াও এদিন বিভিন্ন দোকানদারের ট্রেড লাইসেন্স খতিয়ে দেখা হয়। এর পর আরামবাগ বি কে রায় সুপার মার্কেটের বিভিন্ন দোকানও ঘুরে দেখেন এই প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। একইভাবে প্রত্যেক দোকানদারকে অবিলম্বে সমস্ত নিয়ম মেনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। এবিষয়ে আরামবাগ মহকুমা শাসক লক্ষী ভি তেন্নারু বলেন, এদিন দমকল এবং পুলিশ বিভাগকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন দোকান প্রাথমিকভাবে পরিদর্শন করা হল। কোনও দোকান সঠিকভাবে অগ্নি নির্বাপক রাখেনি, আবার কোথাও মেয়াদ পার হয়ে গেছে। সকলকেই এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে। আরও একবার পরিদর্শন করা হবে। তখনও যদি দেখা যায় সমস্ত কিছু ঠিকঠাক নেই তাহলে ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হবে। বিদ্যুতের তার যেখানে যেখানে ছড়িয়ে রয়েছে সে ব্যাপারে বিদ্যুৎ দপ্তরকে জানানো হবে।

অপর দিকে আরামবাগ দমকলকেন্দ্রের ওসি সুব্রত কুমার দাস বলেন, আমরা বিভিন্ন দোকান ঘুরে দেখেছি। তাদের মধ্যে কারও অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা নেই, কোনও দোকানে বিদ্যুতের তার ছড়িয়ে আছে, আবার কারও এন ও সি নেই, তাদেরকে দ্রুত এনওসি নিতে বলা হয়েছে। ৭দিনের মধ্যে এগুলির ব্যবস্থা না করা হলে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬ মাস দণ্ডি কেটে নেপাল থেকে তারকেশ্বরে বাবা রঘুবীর

জীবন মণ্ডল, তারকেশ্বর ঃ সমগ্র মানবজাতির জন্য শান্তির বার্তা নিয়ে সকলের মঙ্গল কামনায় দীর্ঘ ৬ মাস ধরে সড়ক পথে দণ্ডি কেটে তারকেশ্বরে এলেন এক সাধুবাবু। নাম বাবা রঘুবীর। নেপাল থেকে যাত্রা শুরু করে জনকপুর, মিথিলা, দেওঘর, দুমকা, তারাপীঠ হয়ে বোলপুর, শান্তিনিকেতন, বর্ধমানের পথ ধরে তারকেশ্বরে এলেন তিনি। ঈশ্বরের আশীর্বাদকে শক্তি করে এই বিশাল পথ পাড়ি দিচ্ছেন তিনি বলে জানান বাবা রঘুবীর। সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে বিশেষ কথা বলতে না চাইলেও পৃথিবীর মানুষের মঙ্গলের জন্য তাঁর এই দণ্ডি কেটে তীর্থস্থান ভ্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য। সাধুবাবাকে দেখার জন্য রাস্তার দুপাশে পুরুষ ও মহিলা ভিড় জমান। প্রত্যেকেই তাঁর সাধ্যমতো ফল, দুধ, জল সরবত বাবাকে দিয়ে প্রণাম করে আশীর্বাদ সংগ্রহ করতে ব্যস্ত থাকেন। দীর্ঘপথ পাথর, পিচ আর কাঁকড়ের উপর বুক রেখে কষ্ট সহ্য করে ভক্তদের কথা হাসিমুখে শুনেছেন তিনি। দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করে নিঃশব্দে নিজের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। তাঁর দাবি, তারকেশ্বর মন্দিরে পুজো দিয়ে একইভাবে দণ্ডি কেটে পুরীর জগন্নাথদেবের দর্শনের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন।

অগ্নিদগ্ধ হয়ে গৃহবধূর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ রান্না করার সময় অতর্কিতে রান্নার গ্যাসের পাইপ খুলে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির খানাকুলের অন্তর্নগর গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই গৃহবধূর নাম মামনি দাস (২৩)। তাঁর স্বামী বাপ্পা দাস কর্মসূত্রে গুজরাটে থাকেন। জানা গেছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্বশুরবাড়িতে গ্যাসের উনুন জ্বালিয়ে রান্না করছিলেন ওই গৃহবধূ। এই সময় হঠাৎ সিলিণ্ডারের পাইপ খুলে গিয়ে পাশে থাকা কেরোসিনের ড্রামে আগুন ধরে যায়। সেই সাথে ওই গৃহবধূও অগ্নিদগ্ধ হন। এদিকে ওই গৃহবধূর চিৎকার শুনে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন ও প্রতিবেশিরা দৌড়ে এসে মারাত্মক আহত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য তাঁকে প্রথমে খানাকুল হাসপাতাল ও পরে অবস্থার অবনতি হলে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এদিন রাতেই মৃত্যু হয় ওই গৃহবধূর। পুলিশ ঘটনার কথা জানতে পেরে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গেছে, তাঁদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে।

বিপিএমও-র অধিকার যাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ বাম গণসংগঠন বিপিএমও-র উদ্যোগে শনিবার এক অধিকার পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই পদযাত্রাটি আরামবাগ ব্লকের মাধবপুর অঞ্চলের কানপুর থেকে শুরু হয়ে হরিণখোলা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার উপর দিয়ে মায়াপুর চৌমাথায় শেষ হয়। এই নেতৃত্বে ছিলেন সিপিএমের হুগলি জেলা কমিটির সদস্য পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী। পূর্ণেন্দুবাবু বলেন, এই পদযাত্রা আমাদের অধিকার যাত্রা। এই পদযাত্রার মাধ্যমে আমরা কৃষকদের অধিকার, ক্ষেতমজুরের অধিকার, বেকারের অধিকার, তরুণের শিক্ষার অধিকার, ৬০ বছর বেশি বয়সী মানুষদের বেঁচে থাকার জন্য অধিকার রাষ্ট্রকে দায়িত্ব নেওয়ার দাবিতে এই পদযাত্রা। দীর্ঘদিন পর আবার এই এলাকায় বামেদের মিছিল ঘিরে স্থানীয় মানুষের মধ্যে কৌতূহল দেখা দেয়। এই মিছিলে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ শক্তিমোহন মালিক ছাড়াও মোজাম্মেল হোসেন, উত্তম সামন্ত, সমীর চক্রবর্তী, আব্দুর রউফ, শান্তিমোহন সরকার প্রমুখ।

লরির ধাক্কায় মৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাণ্ডুয়া ঃ শনিবার সাত সকালে লরির ধাক্কায় এক স্কুল ছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল হুগলিতে। ঘটনাটি ঘটে ৫টা নাগাদ ফতেপুর জিটি রোডে। মৃত ছাত্রের নাম সায়ন দাস (১৫)। বাবা নকুল দাস পেশায় হোটেল কর্মচারী। দশম শ্রেণির ছাত্র সায়ন। বাড়ি মগরা থানার অন্তর্গত দিসওই হোয়েরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ফতেপুর এলাকায়। প্রতিদিনের মতো এদিনও সকালে সাইকেল নিয়ে গৃহশিক্ষকের বাড়িতে পড়তে যাচ্ছিল সায়ন। জিটি রোডের ধার দিয়েই যাচ্ছিল সায়ন। আচমকা পাণ্ডুয়া থেকে মগরাগামী একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি ধাক্কা মারে সায়নকে। স্থানীয় বাসিন্দারা সায়ন্তকে মগরা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘাতক গাড়িটিকে মগরা থানা আটক করলেও গাড়ির চালক ও খালাসি পলাতক। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চুঁচুড়া হাসপাতালে পাঠানো হয়।

দুই গাড়ির সংঘর্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ দুটি গাড়ির সংঘর্ষে জখম হলেন দুই গাড়ির চালক ও সহকারী। শনিবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির গোঘাটের বালিবেলায় আরামবাগ- কামারপুকুর ৭নং জাতীয় সড়কের উপর। জানা গেছে, বাঁকুড়াগামী যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে অন্য একটি ছোট গাড়ির ধাক্কা লাগে। আহতদের আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অন্যদিকে হুগলির চন্দননগর বক্সীগলিতে বাড়ি ছাদ থেকে পড়ে জখম হলেন সোরেন ভদ্র। তাঁর মাথায়, পিঠে, বুকে আঘাত লেগেছে। তাঁকে চন্দননগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শ্রমিক সংঘের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার পর্যবেক্ষক অশোক মুখার্জী

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ এবার ভারতীয় রেলের মালওদাম শ্রমিক সংঘের কর্মরত শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের দাবি দাওয়া নিয়ে শুক্রবার দিল্লিতে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা অশোক মুখার্জীকে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার পর্যবেক্ষক করা হল। ভারতীয় রেলে বর্তমানে মালওদাম শ্রমিকের সংখ্যা ১৭ হাজারের বেশি। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক এই সংগঠনের সাথে যুক্ত আছেন অনান্য রাজনৈতিক দলের নেতারা। দিল্লিতে শুক্রবার এই বৈঠকে অশোক মুখার্জী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি অরুণ পাশোয়ান ও প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ ব্রজমোহন রাম। মালওদাম শ্রমিকদের স্থায়ী চাকরির দাবিতে শুক্রবার বৈঠক হয়।

বামকর্মী-সমর্থকদের জাঠা মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের স্বৈরাচারি আচরণ ও কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে হুগলির তারকেশ্বর থেকে ভঙ্গিপুর পর্যন্ত জাঠা মিছিল করল বাম কর্মী সমর্থকরা। এদিন এই মিছিল থেকে তৃণমূল সরকারের বামফ্রন্ট কর্মীদের উপর মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানো, মানুষকে ভুল বুঝিয়ে জনবিরোধী কাজ করা ও কেন্দ্রী সরকারের নোটবাতিলসহ বেশ কয়েকটি ইস্যু নিয়ে সোচ্চার হন বাম কর্মী-সমর্থকরা। এদিনের মিছিলে বাম কর্মী-সমর্থকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

আইনি সহায়তা দিতে আইনজীবীদের প্রশিক্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর ঃ সমাজের আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের কিভাবে আইনি সহায়তা দেওয়া যায় তার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হল আইনজীবীদের। হুগলির শ্রীরামপুর বিকল্প বিবাদ নিষ্পত্তি কেন্দ্রে ন্যাশানাল লিগাল সার্ভিস অথরিটির পক্ষ থেকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর ও হুগলির ৩০জন আইনজীবীকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট থেকে আইনজীবীরা উপস্থিত ছিলেন। আদালতের বিচারকের অভাবে অনেক মামলার নিষ্পত্তি হতে বিলম্ব হচ্ছে। বহু মামলা জমে আছে। কিভাবে দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি করা যায় এবং টাকার অভাবে যারা আইনি সাহায্য থেকে বঞ্চিত তাদের কিভাবে আইনি পরিষেবা দিতে হবে তা শেখানো হয়।

চন্দননগরে বিতর্ক প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ শনিবার হুগলির চন্দননগর কলেজ অডিটোরিয়ামে 'শতাব্দী চন্দ্র স্মৃতি বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০১৮' অনুষ্ঠিত হল। আগামী দিনে গ্লাস্টিক দূষণ রোধ করতে গ্লাস্টিকের ব্যবহার সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করতে হবে। এই বার্তাকে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে এই উদ্যোগ নেয় চন্দননগর কলেজ ও চন্দননগর পরিবেশ উন্নয়ন সমিতি। পক্ষে ও বিপক্ষে ৫০জন ছাত্রছাত্রী বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপিকা ড. বাসবী পাল, অধ্যাপক তরুণ রায়, অধ্যাপিকা ড. দীপান্বিতা মজুমদার। দর্শক আসনে শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ কর্মী, কলেজের অধ্যাপক, কলেজ কর্মী ও ছাত্রছাত্রী।

ছাত্র মৃত্যুর প্রতিবাদে বাম ছাত্র যুব সংগঠন

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ ইসলামপুরে পুলিশের গুলিতে ছাত্রের মৃত্যুর প্রতিবাদে শনিবার রাজ্যের সর্বত্র সারা ভারত ছাত্র ব্লক সহ পাঁচটি বাম ছাত্র সংগঠনের ডাকে ছাত্র ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এদিনের ধর্মঘটকে সমর্থন এবং এর মধ্যে দিয়ে তারা পুলিশের এই বর্বরতার প্রতিবাদ করে। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এই ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। হুগলি জেলার বিভিন্ন অংশেও ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদে সামিল হয়। কিছু কিছু জায়গায় শাসকদলের মদতপুষ্ট সমাজবিরোধীরা হামলা চালিয়ে এই ধর্মঘটের বিরোধিতা করে বলে উদ্যোক্তারা অভিযোগ জানিয়েছেন। কিছু জায়গায় ধর্মঘটী ছাত্রদের পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এছাড়া একই কারণে রাজ্য জুড়ে ডি ওয়াই এফ আই এবং এস এফ আই-এর ডাকে এক প্রতীকী পথ অবরোধ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন পথ অবরোধের ফলে চন্দননগর বাগবাজার এলাকায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এবিষয়ে ডি ওয়াই এফ আই-এর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর এক সদস্য বলেন, এদিন প্রতীকী বনধ পালন করা হলেও এই আন্দোলন লাগাতার চলবে। এরাজ্যের পুলিশ দোষীদের ধরতে পারে না। গুণ্ডাদের ভয়ে সিসিটিভির নিচে লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু গুলি করে নিরীহ ছাত্রদের হত্যা করতে পারে। এর বিরুদ্ধেই তাঁদের এই প্রতিবাদ কর্মসূচী।

ছিনতাই করে পালানোর সময় ধৃত দুষ্কৃতী

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তরপাড়া ঃ ছিনতাই করে পালানোর সময় এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বাকিরা পালিয়ে যায়। ঘটনাটি হুগলির উত্তরপাড়ার কোতরং ধর্মতলা এলাকার। দুষ্কৃতীদের হামলায় জখম হন উত্তরপাড়ার সি আই মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ও কনস্টেবল মিলন দত্ত। গতকাল সন্ধ্যায় ছিনতাই করে পালাচ্ছিল তিন চারজন দুষ্কৃতী। কিন্তু কোন্নগরের অলিম্পিক মাঠের কাছে তাদের বাইকের তেল ফুরিয়ে যায়। সেখান থেকে একটি স্কুটি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে তারা। সেই সময় স্থানীয় বাসিন্দারা তাড়া করলে এক

রাউন্ডগুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। এরপর একটি স্কোপে লুকিয়ে পড়ে। এদিকে খবর পেয়ে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। স্কোপ থেকে উৎপলন নামে এক দুষ্কৃতীকে ধরে ফেলে পুলিশ। জানা গেছে, উৎপল কোন্নগরের ধারসা এলাকার কুখ্যাত সমাজবিরোধী। তার কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। স্কোপ থেকে উৎপলকে গ্রেফতারের সময় বাকি দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়। তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে পালানোর সময় দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া পাথরে আহত হন উত্তরপাড়ার আই সি মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ও কনস্টেবল মিলন দত্ত।

গায়ে কেরোসিন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ মদ্যপান করে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আত্মহত্যার চেষ্টা করল এক ব্যক্তি। আহত ব্যক্তির নাম গোপী দাস। বাড়ি হুগলির তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডের সাহাপুর সুকান্তপল্লীতে। শুক্রবার রাত ৯.৪৫ নাগাদ বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে মদ্যপান করে বাড়িতে এসে গায়ে কেরোসিন তেল দিয়ে আগুন দেয় সে। গুরুতর আহত অবস্থায় আহত ব্যক্তিকে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করার পরামর্শ দেন। এরপর ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা চেয়ারম্যান স্বপন সামন্ত ও এলাকার মানুষ দেখতে আসেন।

দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ, আরামবাগ থানায় নতুন ভবন

অভিজিৎ মুখার্জী ● আরামবাগ

বছর তিনেক আগে হুগলির আরামবাগ থানা চত্বরে তৈরি হয় মহিলা থানা। সেটির জন্য নতুন ভবন তৈরি হয়। বহুবছর আগে আরামবাগ থানার পাশে একটি দ্বিতল পুলিশ ব্যারাক তৈরি করা হয়েছিল। পাঁচ ইঞ্চি দেওয়ালের উপর ভিত্তি করে ওটি তৈরি হওয়ায় পরিকাঠামো ঠিকঠাক ছিল না। ফলে থাকার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থাও ছিল না। যাঁরা সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিয়ে আসছেন তাঁদেরকেই থাকত হত অত্যন্ত সংকীর্ণ কক্ষে। পুলিশ ক্যান্টিনটির অবস্থাও খুবই খারাপ। সেটি আবার একতলা ঘরে এ্যাসবেস্টসের ছাউনির নিচে ছিল। পুলিশকর্মীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছিল। ফলে থাকার জন্য যথেষ্ট জায়গার অভাব দেখা দিচ্ছিল। অনেক অফিসারকেই অন্যত্র বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে হত। আরামবাগ

মহকুমার চারটি থানার মধ্যে আরামবাগ থানাটি সবচেয়ে পুরানো। হুগলি জেলার মধ্যে অবস্থানগত দিক দিয়ে এই থানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই থানার কাছাকাছি রয়েছে বর্ধমান ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা। এছাড়া এই শহরটি মহকুমার কেন্দ্রস্থল হওয়ায় এখানে মহকুমাশাসকের অফিস, মহকুমা আদালত, মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের অফিস, মহকুমা হাসপাতাল ছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের মহকুমা পর্যায়ের অফিসগুলি রয়েছে। তাই এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যস্তময়। অসংখ্য যানবাহন প্রতিনিয়ত এই থানা বিশেষ করে আরামবাগ শহরের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে। আর বহু লোকের সমাগম মানেই ঘটনা, দুর্ঘটনা, অপরাধ ইত্যাদির সংখ্যাও স্বাভাবিকভাবে অনেক বেশি। তাই এই সব জিনিস মোকাবিলা করার জন্য অনেক বেশি সংখ্যক পুলিশ কর্মী ও আধিকারিকের প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ কর্মী ও আধিকারিকের ব্যবস্থা করতে প্রথমেই প্রয়োজন তাঁদের জন্য যথাযথ থাকার জায়গা। পুলিশ প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, মাসখানেক আগে রাজ্য পুলিশ বিভাগের তহবিল থেকে ৩ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা আরামবাগ থানার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। থানার নতুন ভবন তৈরিতে এই টাকা খরচ হবে বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যেই থানার ব্যারাক ও ক্যান্টিন ভাঙা হয়ে গেছে।

জানা গেছে, এরপর পুরানো থানার আরও বেশ কিছু বিল্ডিং ভেঙে ফেলা হবে। এই থানার কয়েকটি জায়গায় খুবই খারাপভাবে বিদ্যুতের তার ঝুলছে। যা থেকে যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই নতুন নির্মাণ সম্পূর্ণ হতে এক বছরেও বেশি সময় লাগবে। তাই ব্যারাকে থাকা পুলিশ কর্মীদের আরামবাগ পুলিশ ফাঁড়িতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি কয়েকজনকে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকার কথাও বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই এই থানার দায়িত্বে আসা পূর্বতন আধিকারিকরা নতুন নির্মাণের জন্য দাবি তুলে এসেছিলেন। অবশেষে সেই দাবি পূরণ হওয়ায় অনেকেই খুশি। জানা গেছে, পুলিশ ব্যারাকটি হবে দ্বিতল। ক্যান্টিন ও আইসি সাহেবের অফিসটি হবে একতলার। মূল থানাটি হবে দ্বিতল। বিভিন্ন নক্সাযুক্ত ঝাঁ চকচকে ভবন তৈরি হবে। এপ্রসঙ্গে পুলিশ কর্মীরা জানান, নতুন নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে অনেক ভালোভাবে কাজ করা যাবে। পাশাপাশি কাজের শেষে আরামপ্রদভাবে অবসরও নেওয়া যাবে।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর

ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭

নিরোগ ডায়াগনস্টিক

আরামবাগ(কোর্ট রোড), হুগলী

●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ডি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি

Dr. Nischay R, M.D. D.M.

প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।